<u>বাজে /অমূলক/এবং অন্যায় ইচ্ছা, খেয়াল খুশি</u>

<u>সিরিজ-২</u>

<u>আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু</u>

<u>বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম</u>

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ বাজে /অমূলক/এবং অন্যায় ইচ্ছা, খেয়াল খুশি। ه و ي মূল অক্ষর থেকে ৫টি form এ গঠিত শব্দগুলো পবিত্র কোরআন মজীদে ৩৮ বার এসেছে। বাজে /অমূলক/এবং অন্যায় ইচ্ছা, খেয়ালখুশি প্রলুব্ধ করা(শয়তান কর্তৃক), বিপথে চালিত করা, কূপ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

<u>পবিত্র কোরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছেঃ সূরা আল আন'আম</u>

১) আল্লাহ আমাদের হিদায়াত করার পর আমরা কি আবার ঐ ব্যক্তির মতো পিছনে ফিরে যাবো যাকে শয়তান পৃথিবীতে পথ ভূলিয়ে হয়রান করে ফেলেছে?

সুরা ৬ আন'আম ,আয়াতঃ ৭১

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰٓى
اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى
الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ
هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

হে মুহাম্মাদ(সঃ)! তুমি বলে দাওঃ আমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তু আহ্বান করবো ও তার ইবাদত করবো, যারা আমাদের কোন উপকার করতে পারবে না এবং আমাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না? আর আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি পশ্চাৎপদে ফিরে যাব? আমরা কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবো যাকে শয়তান মরুভূমির মধ্যে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে এবং সে দিশেহারাঃ লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তার সঙ্গীগণ তাকে হিদায়াতের দিকে ডেকে বলছে-তুমি আমাদের সঙ্গে এসো, তুমি বলঃ আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত, আর আমাদের সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আ'রাফ</u>

২) আমরা চাইলে এ কিতাব কুরআন দিয়ে তাকে অনেক উপরে উঠাতে পারতাম, কিন্তু সে জমিনকে আঁকড়ে ধরে থাকলোএবং অনুসরণ করলো নিজের কামনা-বাসনার।

সুরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ১৭৫,১৭৬

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ

الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾

[হে মুহাম্মাদ(সঃ)!] তুমি এদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনিয়ে দাও, যাকে আমি আমার নিদর্শন দান করেছিলাম;কিন্তু সে (এর দায়িত্ব পালন করা হতে) সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসে, ফলে শয়তান তার পিছনে লেগে যায়, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ

هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ

يَلْهَثْ ۗ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ

الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

আর আমি ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম; কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় কামনা-বাসনার অনুসরণ করতে থাকে, তার উদাহরণ একটি কুকুরের ন্যায়, ওকে যদি তুমি ধমক বা কিছু দ্বারা আঘাত করে তাড়িয়ে দাও, তবে জিহ্বা বের করে হাপায়, আবার যদি ওকে কিছু না করে ছেড়ে দাও তবুও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এই উদাহরণ হলো সেই সম্প্রদায়ের, তুমি কাহিনী বর্ণনা করে শুনাতে থাক, হয়তো তারা এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আর রা’দ

৩)[মুহাম্মাদ(সঃ)-কে বলা হচ্ছে] তোমার কাছে এলেম(কুরআন) আসার পর তুমি যদি তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষাকারী থাকবে না।

সুরা ১৩ আর রা’দ, আয়াতঃ ৩৭

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا
جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

আর এভাবে আমি ওটা(কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক নির্দেশ, আরবী ভাষায়; জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল- খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইবরাহীম

৪)[ইবরাহীম(আঃ) এর দোয়া আল্লাহর নিকট যখন শিশুপুত্র ইসমাঈল ও তার মাকে জনমানবহীন অনুর্বর কাবাঘরের কাছে রেখে এসেছিলেন] সুতরাং তুমি মানুষের হৃদয় তার প্রতি অনুরাগী করে দিও।

সুরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াতঃ৩৭

رَبَّنَآ اِنِّیْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِیْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَهْوِیْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾

হে আমাদের প্রতিপালক!আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক!এই জন্যে যে, তারা যেন নামায কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফল ফলাদি দ্বারা তাদের রুযির ব্যবস্থা করুন; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৫) সেদিন (কিয়ামতের দিন) ভীত বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা ছুটাছুটি করবে। নিজেদের দিকে ফিরবে না তাদের দৃষ্টি। তাদের অন্তর থাকবে উদাসীন।

সুরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াতঃ ৪৩

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ

هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾

ভীত-বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে তারা ছুটাছুটি করবে নিজেদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে (আশা) শূন্য।

৬) [মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বলা হচ্ছে] তুমি এখন কারো আনুগত্য কোরো না, যার অন্তরকে আমরা আমাদের যিকির থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে।

সুরা ১৮ কাহাফ ,আয়াতঃ ২৮

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ
كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

নিজেকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি , সে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা তোয়াহা</u>

৭) [মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বলা হচ্ছে] সুতরাং যারা কিয়ামতে ঈমান রাখে না আর নিজ কামনা বাসনার অনুসরণ করে তারা যেন তোমাকে কিয়ামতের প্রতি ঈমান থেকে ফেরাতে না পারে তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

সুরা ২০ তোয়াহা,আয়াতঃ ১৬

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾

সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে,সে যেন তোমাকে কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন হতে বিরত না রাখে, এতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

৮) আর যার প্রতি আমার গজব নিশ্চিত হয়ে পড়ে, সে তো হয়ে যায় ধ্বংস।

সুরা ২০ তোয়াহা, আয়াতঃ ৮১

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ
غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

তোমাদেরকে আমি যা দান করেছি তা হতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর এবং এই বিষয়ে সীমা লঙঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাজ্জ</u>

৯) [মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে] কিংবা প্রবল বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করলো এক দূরবর্তী স্থানে।

সুরা ২২ আল হাজ্জ,আয়াতঃ ৩১

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ
السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তার কোন শরীক না করে; আর যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়লো, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সূরা আল মু’মিনুন</u>

১০) সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো, তাহলে মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সর্বত্র ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যেতো।

সুরা ২৩ মু’মিনুন, আয়াতঃ৭১

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

সত্য যদি তাদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো তবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো আকাশমন্ডলী পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সবকিছুই; পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ; কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ফুরকান</u>

১১) ঐ ব্যক্তির ব্যপারে তোমার রায় কি, যে তার কামনা- বাসনাকে নিজের ইলাহ্ (উপাস্য) বানিয়ে নিয়েছে।

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ ৪৩

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰىهُ ۚ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

তুমি কি দেখো না তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে মা,বুদ রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার জিম্মাদার হবে?

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কাসাস</u>

১২) তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রেখো, তারা কেবল নিজেদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ করে।

সুরা ২৮ আল কাসাস, আয়াতঃ ৫০

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ
أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾

অতঃপর যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে যে, তারা তো শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ-নির্দেশ করেন না।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , নফ্স/প্রবৃত্তির প্ররোচনা থাকে অন্যায় কাজ করার। সেটা শয়তান নফ্সকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আসুন আমরা নফ্সের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ না করি। অনুসরণ করি আল্লাহ ও রাসুলের বিধান। আল্লাহর সাহায্য আমরা কামনা করি।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

....